এই কাব্য রচিত হইয়াছিল।[২৩] ইহার চতুর্থ সর্গে যে ঋতুবর্ণনা পাওয়া যায়, কালিদাসের ঋতুসংহারের প্রভাব তাহাতে পরিস্ফুট।

ছয়টি সর্গে, ১৫৩টি শ্লোকে, বিভিন্ন ছন্দে রচিত **ঋতুসংহার** কালিদাসের রচনা কি না এ বিষয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি হইল, (ক) সমগ্র অলঙ্কারশাস্ত্রে কোনও অলঙ্কারের উদাহরণ দেখাইবার জন্য কোনও আলঙ্কারিক ঋতুসংহার হইতে কোনও শ্লোক উদ্ধৃত করেন নাই। (খ) মল্লিনাথ কালিদাসের অন্য গ্রন্থের টীকা করিলেও ঋতুসংহারের টীকা রচনা করেন নাই। (গ) ইহার ভাষা অত্যন্ত সহজ এবং কালিদাসের অন্যান্য গ্রন্থের ভাষার মত নহে। (ঘ) বৎসরের আরম্ভ বসন্ত ঋতু হইতে, অথচ গ্রীষ্ম-বর্ণনা দিয়া ঋতুসংহারের আরম্ভ ইত্যাদি। বৎসভট্ট Mandassor লিপিতে ঋতুসংহারের দুইটি শ্লোকের অনুকরণ করিয়াছেন একথা সত্য হইলেও তাহাতে বড় জোর ঋতুসংহারের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করা চলে, কিন্তু উহা কালিদাসের রচিত ইহা প্রমাণিত হয় না। Keith কিন্তু এইরূপ যুক্তির প্রবল প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে কোনও কবির প্রথম বয়সের রচনা ও পরিণত বয়সের রচনার মধ্যে পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক এবং ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনাতেও এই পার্থক্য লক্ষিত হয়। মল্লিনাথ যে ইহার টীকা রচনা করেন নাই তাহার কারণ এই যে ঋতুসংহারের ভাষা এত সহজ ও প্রাঞ্জল যে মল্লিনাথের ন্যায় সুপণ্ডিত টীকাকারের টীকা মূল গ্রন্থ হইতেও অধিক দুর্বোধ্য না হইয়া পারিত না। মল্লিনাথ ইহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই ইহার টীকা প্রণয়ন করেন নাই। গ্রীষ্ম-বর্ণনা দিয়া আরম্ভ হওয়াতেও কোনও অসঙ্গতি প্রকাশ পায় নাই, কারণ কালিদাস কাব্য রচনা করিতেছিলেন, পঞ্জিকার গতানুগতিকতা তাঁহাকে মানিতেই হইবে এইরূপ বোধ বা বাধ্যবাধকতা তাঁহার ছিল না। Keith দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে যদি ঋতুসংহারকে কালিদাসের রচনাবলী হইতে বাদ দেওয়া হয় তবে মহাকবি কালিদাসের যশ অনেকখানি ম্লান হইয়া পড়িবে।[২৪] ইহাকে শুধু ষড়ঋতুর বর্ণনা মাত্র মনে করিলে ভুল হইবে। একটি ঋতুর আবির্ভাবের সহিত বহির্জগতে এবং মানুষের মনোরাজ্যে যে বিরাট পরিবর্তন সংসাধিত হয়, পতি-পত্নী, প্রণয়ী-প্রণয়িনীর মানসলোকে প্রতিটি ঋতু তাহার আগমনীর সুরে যে অপূর্ব ভাববৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে, তাহাই কবির বক্তব্য। সেইখানেই ঋতুসংহারের কাব্যসৌন্দর্য। পরবর্তীকালে মেঘদূতের মধ্যে আমরা যে কালিদাসকে পাই সে কালিদাসের পরিচয় ঋতুসংহারে মেলে না সত্য, কিন্তু ইহাও ততোধিক সত্য যে ঋতুসংহারে কালিদাস যে রচনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা যে কোনও মহাকবির কাম্য এবং কালিদাসের উত্তরজীবনে সেই শক্তি সমানভাবে বর্তমান থাকিলে কালিদাস যাহা হইয়াছিলেন তাহা অপেক্ষাও বড় হইতে পারিতেন।

মন্দাক্রান্তা ছন্দে লেখা কালিদাসের আর একটি লিরিক্ **মেঘদূত**। অলকাধিপতি কুবেরের ভৃত্য কোন যক্ষ কর্তব্যে শৈথিল্য প্রকাশ করার জন্য কুবেরের আদেশে

মাতুলদ্বয় তাঁহাকে লালনপালন করেন। মহাবংশে যে উপাখ্যান রক্ষিত আছে তাহার সহিত গ্রন্থের জীবনীর বিবরণে মিল নাই। জানকীহরণের কবি ও সিংহলের রাজা একই ব্যক্তি নহেন এবং কবি কুমারদাস কালিদাসের পরবর্তীকালের।

২৩। জল্‌হণ তাঁহার সূক্তিমুক্তাবলীতে রাজশেখরের রচিত বলিয়া একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। রঘুবংশের পর রাম-রাবণের উপাখ্যান লইয়া রচিত জানকীহরণই যে শ্রেষ্ঠ কাব্য ইহাই শ্লোকটির প্রতিপাদ্য :

জানকীহরণং কর্তুং রঘুবংশে স্থিতে সতি।
কবিঃ কুমারদাসশ্চ রাবণশ্চ যদি ক্ষমঃ॥

২৪। "In point of fact, the *Ritusamhara* is far from unworthy of Kalidasa, and if the poem is denied him, his reputation would suffer real loss."—Keith : *History of Sanskrit Literature.*

এক বৎসরের জন্য কৈলাস হইতে রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত হয়। বর্ষাগমে আকাশে মেঘ দেখিয়া তাহার মনে জাগিয়া ওঠে প্রিয়ার নিকট বার্তা পাঠাইবার বাসনা। প্রকৃতি-কৃপণ ও কামার্ত যক্ষ চেতন-অচেতন বিস্মৃত হইয়া মেঘকেই দৌত্যে নিযুক্ত করে। পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ—দুই খণ্ডে বিভক্ত মেঘদূত রামগিরি হইতে অলকা পর্যন্ত সমস্ত পথের সুদীর্ঘ বর্ণনায় পূর্ণ। জনপ্রিয়তার জন্য ইহার বহু টীকা ও বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং সেগুলিতে শ্লোকসংখ্যার কম বেশী দেখা যায়।[২৫] মেঘদূতের অনুকরণে পর পর বহু কাব্য রচিত হইতে থাকে।[২৬] কালিদাস খুব সম্ভব রামায়ণ হইতে মেঘদূতের কল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, সীতার বিরহে রামচন্দ্রের মনোব্যথার অনুকরণ করিয়া পত্নীর বিরহে যক্ষের মনোব্যথাকে স্বকীয়তায় মণ্ডিত করিয়া কাব্যরূপ দিয়াছেন।[২৭] সংক্ষিপ্ত প্রকাশভঙ্গী, বর্ণনীয় বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন হৃদয়বৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার যে শক্তি ছত্রে ছত্রে অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহার দিক দিয়া বিচার করিলে কালিদাসের সকল কাব্যের মধ্যে ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

আর একখানি কাব্য **কুমারসম্ভব**। তারকাসুরের অত্যাচারে জর্জরিত দেবগণ মহাদেবের নিকট গমন করিয়া প্রার্থনা জানান এমন একজন দেবসেনাপতির সৃষ্টি করিবার জন্য যিনি দৈত্যগণের কবল হইতে দেবগণকে রক্ষা করিতে পারেন। দেবতাদের প্রার্থনা মহাদেব প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। ফলে হিমাচলের কন্যারূপে পার্বতীর জন্ম, হিমালয়ে মহাদেবের তপস্যা এবং শেষ পর্যন্ত পার্বতীর সহিত মহাদেবের মিলন এবং দেবসেনাপতি কার্তিকেয়র জন্ম—ইহাই হইল কাব্যের বিষয়-বস্তু। ১৭টি সর্গে বিভক্ত[২৮] এই কাব্যের প্রথম সাতটি সর্গ নিশ্চয়ই (হয়ত বা অষ্টম সর্গও) কালিদাসের রচনা। মল্লিনাথ ও অরুণগিরি এই মূল অংশটুকুরই মাত্র টীকা করিয়াছেন এবং আলঙ্কারিকগণও এই মূল অংশ হইতেই তাঁহাদের গ্রন্থে উদ্ধৃতি দিয়াছেন। পরবর্তী সর্গগুলি যে কালিদাসের রচনা নহে তাহা তাহাদের ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গীই প্রমাণ করে।[২৯] কালিদাস হর-পার্বতীর মিলন দেখাইয়াই

২৫। বল্লভদেব ১১১, দক্ষিণাবর্তনাথ ও পূর্ণসরস্বতী ১১০, মল্লিনাথ ১২১, তীব্বতীয় সংস্করণ ১১৭ ও সিলোনীজ সংস্করণে ১১৮টি শ্লোক দৃষ্ট হয়।

২৬। সপ্তদশ শতকে কৃষ্ণমূর্তি **যক্ষোল্লাস** রচনা করেন এবং নিজেকে 'অভিনব কালিদাস' নাম দেন। ইহার বিষয়বস্তু, ছন্দ ও নামের অনুকরণ করিয়া **শিলাদূত, চেতোদূত, নেমিদূত** প্রভৃতি কাব্য রচিত হয়। জৈন কবিদিগের হাতে এই দূতকাব্য ধর্মের পটভূমিকায় রচিত হইতে থাকে। মেঘদূতের রচনাশৈলীর অনুকরণে আরও পরবর্তীকালে **কাকদূত, ইন্দ্রদূত** প্রভৃতি রচিত হইয়াছে। মোট কথা, কালিদাসের মেঘদূতের পরে 'দূতকাব্য' নামক এক শ্রেণীর স্বতন্ত্র সাহিত্য সৃষ্টি হইতে থাকে।

২৭। কামবিলাপ-জাতকেও একটি কাহিনী প্রায় এইরূপ। M. Krishnamachariar বলেন :

"The source of the theme is now discovered to be the story of Asadhakrishna Ekadasi. Yogini Mahatmyam...This is mentioned by K. Lakshmana Somayajin in *Udayanapatrika*, II, p. 174."—*History of Classical Sanskrit Literature*, p. 360, f. n.

২৮। Griffith বলেন :

"The birth of the War God was either left unfinished or time has robbed us of the conclusion. The latter is the more probable supposition, tradition informing us that the poem originally consisted of 22 cantos."

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের মতে নবম হইতে দ্বাবিংশ সর্গ পর্যন্তই কালিদাসের রচনা (চতুর্থ **ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স**-এ পঠিত তাঁহার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

২৯। R. V. Krishanamacharyya উভয় অংশের ভাষা ও বাচনভঙ্গীর তুলনা-মূলক সমালোচনা করিয়াছেন।